ছাগল নিয়ে ইউএনওর তুঘলকি কাণ্ড

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে ছাগল প্রবেশ করার অপরাধে দুটি ছাগল আটক করে ছাগল মালিক লাভলী খাতুনের সাথে অসৌজন্য মুলক আচরন করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার বিরুদ্ধে। পরে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে অভিযোগ দিলে তারপর থেকে ছাগল ফেরত দিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন।

শুক্রবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে। ছাগল মালিক লাভলী খাতুন গাংনী বাজারের কম্পিউটার ব্যবসায়ী গাংনী সাইন্স এন্ড টেকলোজি কলেজের পরিচালক নাজমুল হুদার স্ত্রী।

এ ঘটনায় বিচার চেয়ে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফের কাছে বিচার চেয়ে মোবাইল ফোনে আবেদন করেন নাজমুল হুদা। এ ঘটনায় বিচারের আশ্বাস দিয়েছে বিভাগীয় কমিশনার।

ছাগল মালিক লাভলী খাতুন জানান, আর্থিক সচ্ছলতার জন্য বাড়িতে দুটি ছাগল পালন করেন। উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর না থাকার কারনে শুক্রবার দুপুরে ছাগল দুটি উপজেলা পরিষদের মধ্যে প্রবেশ করে। এঘটনায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ক্ষুদ্ধ হয়ে ছাগল দুটি আটক করে। অনেকবার অনুরোধ করার পরও ছাগল ফেরত না দিয়ে অসৌজন্য মুলক আচরন করে তাড়িয়ে দেন। এরপর আবারো ছাগল আনতে গেলে আবারো অসৌজন্য মুলক আচরন করেন।

লাভলী খাতুনের স্বামী নাজমুল হুদা বলেন, ছাগল দুটি আনার জন্য তিনি নিজেও দুইবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে গিয়েছিলেন। বারবার অনুরোধ করার পরও ছাগল না দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কাছে হস্তান্তর কিংবা কোনো খামারে প্রদান অথবা বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে হুমকী দেন। পরে বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসকের মোবাইল নম্বরে কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। অবশেষে রাত ১১ টায় বিষয়টি খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ মহোদয়কে জানানো হলে তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিছুক্ষন পর গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাস্টাররোলে কর্মচারী হাবিবুর রহমান হাবিব, ইউএনও অফিসের নাজির আবু হানজালা, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দীন শাওন ও সবশেষে গাংনী থানার জনৈক্য একজন উপপরিদর্শক (এসআই) কে দিয়ে ছাগল ফেরত নেওয়ার কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন অসৌজন্য আচরন ও ছাগল আটকের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন,মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মো: আব্দুর রহমান সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। তবে তিনি ও তার পরিবার সার্বিক বিষয়ে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওন বলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুরোধে ছাগল মালিক লাভলী খাতুন ও নাজমুল হককে ফেরত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ছাগল মালিকের অভিযোগ সংর্বাশে সঠিক নয়। তবে ছাগল দুটি কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখলেও রাতেই মালিকের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ছাগল কাণ্ড নিয়ে দিনভর নানা আলোচনা-সমালোচনা কেটেছে গাংনী উপজেলা শহর।